কবিঃ সত্যব্রত আচার্য

email: abcd_mr_acharya@rediffmail.com

ইন্দু

ইন্দু - ইন্দুমতি বা ভানুমতি নয়
পাতায় বা খাতায় কোথাও কোনো ম্যাজিক
চোখের করোটিতে ঢেলে দেয়নি আলাদা কোনো রঙ
ইন্দু গাঙ্গুলি কোনো ম্যাজিক জানে না
এ তার অপরাধ নয়
খোলা ছাদ থেকে দেখা যায় রাস্তার ওপারে
পুরনো একটা চিমনি
চিমনিটাতে অনেকদিন আগুন জ্বলে না
আবার কখনো সখনো জ্বলে
না জ্বললে পাখি বসে পাখি ওড়ে ঠিক তার উপরে
জ্বললে হাওয়া ও আগুন, উড়ো ছাই - চোখ জ্বালা করে
ইন্দু জল ঢালে খোলা ছাদের টবে
জল ঢালে কচি পাতায় পুরনো শৈশবে
জল ঢালে অতল গভীর খাদে...
কাদা হয়ে যাবে যে এবার - ফুলগুলো
টলে টলে বলে যায় - বলে যায়
হাঁটো কেন ভুল পায়, খাড়া সিঁড়ি
আড়াআড়ি ভয় - স্নেহ ও শপথ, ওপাশে পর্বত
পালাবে কোথায়!
এ্যাতোগুলো চোখ চঞ্চল, ভাইটা পাগল
ভেঙ্গে ফেলতেই পারে না-বাঁচার আগল

তার ওপর শত সহস্র আঁকিবুকি
ছেঁড়া কবিতায় কুচিকুচি – রোদ ও আশ্রম
আমি জানি ওসব কিচ্ছু টেঁকেনি
চমকায়নি কোনো চলতি জাদু
স্পষ্টাস্পষ্টি হিসেব হোক এবার
শ্লেটখড়ি সব ব্যাকডেটেড
হিসেব টিসেব ওখানে কষতে নেই
ভেঙ্গে যেতে পারে – মেঘ ও শ্লেট রঙ।

ব্যান্ডমাষ্টার

সূর্যবৃত্তে ঘুরে বেড়ায় একটা চড়ুই পাখি
মেঝের ওপর খুঁটে বেড়ায় দুটো চড়ুই পাখি
আলোকবৃত্তে সূর্যবৃত্তে,
চকচকে রোদ, ঝকঝকে চোখ
বাঁচতে ভাল লাগে
মন্থনে যায় পানকৌড়ি শীতল শরীর গান
টাটকা চায়ে চুমুক দিয়ে খুলছি অভিধান
সাবাস মজুমদার ! সাবাস মুখার্জি !
সেন সুকুমার ।
পর্দাগুলো কেঁপে উঠলে সংকেতে আনচান
ভোর – বিকেল- দুপুরের যত গান

১৯৭৫ এ জন্ম হয়েছিল পৃথিবীর
পেচ্ছাপে ভেজা শরীরে ভেজা বাতাস
ঠান্ডায় কাঁপছিল রোগা পা
৭৬ এ ধারাপাত আর ৭৭ এ ভাষা
ধীরে ধীরে আশা
কানের পাতায় শব্দ
চোখের পাতায় বিভা
দাঁতের মাড়ি শক্ত করে –
হাত তুলে নামিয়ে নেওয়ার অহংকার...

http://calcuttans.com/palki

দশক ৮০...

যুবক শব্দরা এখন পার্ক সার্কাস, চৌরঙ্গী, কলেজ স্ট্রীটে
সাঁইসাঁই গাড়ীর মাঝখানে
মৃত্যু ! মৃত্যু খেলে।
মৃত্যু মৃত্যু খেলা !
ফটাস ফটাস বোম
হিক্কা হিক্কা - ওয়াক !
পাগলা হাওয়া মাতলা হাওয়া
এলোমেলো উড়ো চুল
একে একে চলে যাওয়া –
শুধু এ্যাকা, উদ্ধত এ্যাকা
এলোমেলো এ্যাকাকার
দাঁড়িয়ে আছে তুষার
... (দ্য) ব্যান্ডমাষ্টার
ঝরছে তুষার... গলছে তুষার
তুষারের গায়ে জ্বর
থার্মোমিটারে বিস্ফোরণ,
রেলিং এ ঝুঁকে আছে চোখ
... নিজের মৃত্যুতে এ্যাতো রঙ
আগে দেখিনিতো কখনো !

হবে করোটিতে গ্রন্থিল-সমাচার

তরল সূর্য দিয়ে ভরে যাক কবিতার খাতা
কুয়াশা পশমে আবছা মলাট
অদৃশ্য গহন কবিতায় স্মৃতি-মজ্জার সঞ্চলন,
বিস্তীর্ণ রঙের জীবন বর্ণময়
হবে করোটিতে গ্রন্থিল-সমাচার
কী আশ্চর্য...!

একদিন মরে যাবে জেনেও কবিতা লেখোনি?
কী আশ্চর্য...!
উদ্ধত এলোমেলো ঝোড়ো হাওয়া
ঝম্‌ঝম্‌ নিঃঝুম, শান্ত
বোকা বোকা নির্বোধ শন্‌শনে শানানো
ঝক্‌ঝকে বাঁধানো ...... এ জীবন,
অদৃশ্য গহন কবিতায় স্মৃতি সঞ্চালন
বিস্তীর্ণ রঙের সঞ্চারে জীবন ... বর্ণময়
হবে করোটিতে গ্রন্থিল-সমাচার।

পাথর, মাটি, বীজপত্র

ছোটোবেলার দিদিমনি, এখনো দিদিমনি
দিদিমনি -আকাশ, দিদিমনি -মেঘ,
দিদিমনি -কথামালা
– স্মৃতি ও বর্ণমালা
একটা ঘন কালো ঝড় জলের আকাশ
মুক্তি-মজ্জায় মোক্ষম প্রকাশ
– এর চেয়ে ঢের বেশী কিছু হয় না
এই স্মৃতি ও বাতাস
ভেসে যাওয়া স্মৃতির দরজা ...
ভেতরে আঘাত – ‘দরজা খোলো দরজা’
অন্য একটা ... ঘন কালো
– যে জীবন আগুন খোজেঁ,
স্মৃতি-মজ্জায় প্রলয়,
– জেগে ওঠে উথাল পাথাল ভবিষ্যৎ বর্তমান
আমাকে চিনতে না পারা ...
এই এক পুরো ‘আমি’
বাতাস চিনতে জানে না বেচারা
– বেচারা বোঝে না হাওয়ার গতি
কোন পথে গেলে এ স্বদেশ?

হে আমার স্বদেশ!
রোদ গুটিয়ে নিল তার আগুন,
এবার ভিজবো কোথায়?
– পাথর, মাটি, বীজপত্র হারিয়ে যায় কার?
এ আলোয়-আঁধারে, বাতাসে নদীতে
– হে স্বদেশ জীবন দাও, মৃত্যু দাও

গভীর ঘুমে ক্যামন করে বেড়ে চলেছে মহাকাল!

এখন পৃথিবীটা একা একা বাড়ছে
সূর্য থেকে সূর্যে,
মহীরূহ গাছের পাতা ও লতা –
জড়িয়ে রয়েছে ভেজা দেওয়ালে
দেওয়াল ফেটে বেরিয়ে পড়েছে ফুসফুস-নালী
আমাকে নিয়ে আর তোমরা চিন্তা কোরো না
আমি তো এখানে নেই –
বিমর্ষ – নিঃঝুম বোকাবোকা অদ্ভুত যত দ্বন্দ্ব
সব বিছানাপাতি গোছাচ্ছে চলে যাবে বলে
পরাজিত হলে ওরা আর ফিরে আসে না
ওরা আমার পোষাক –
বিবর্ণ, ছেঁড়া, বিলীয়মান
মধ্যে প্রাণ ছিল না কখনো, তাই –
স্বঅস্তিত্বে জেগে ওঠার
বাসনা ও কামনা ওদের নেই
ওদিকে একটা স্থলপদ্ম নিজের মাঝে
নিজের চেহারায় ও বর্ণে ফুটছে –
আলোটাকে ওর গায়ে লাগতে দিতে হবে
শিকড়টাকে স্থির হতে দিতে হবে
উপশিকড়মন্ডলীকে একাত্ম করে –
তবুওতো ওই পাঁপড়িতে
পোকামাকড় বসে – ক্ষতি করে –

কলকাতা বোর্ড
http://calcuttans.com/palki

করুক। আমি ক্ষয় নিবারণ করব না
আজ বসন্ত কাল, বসন্ত –
ঋতুপূর্ণ নির্লোক, অলীক
ভীষণ ও সুন্দরে এক নিরূপম –
তোমাদের নিয়ে আজ আমি
শিকড়সমেত সআকাশ ও দিগন্তের স্থলপদ্ম
ওই একমাত্র সম্বল –
যেটুকু রং এ্যাখনো সূর্যের আলো নিয়ে
পড়ে আছে পাঁপড়িতে –
ওইটুকু - - - অসীম,
অসীমের জন্ম অসীম থেকেই,
অসীম, সীমাহীন তাই
প্রাকৃতিক ক্রোধ, প্রেম, অপ্রেম
সবকিছুই সীমাহীন
বিতৃষ্ণার মতো একটা বড়ো আকাশ,
নিরুৎসাহের মতো একটা বড় গহ্বর,
ক্ষতির মতো একটা বড়ো স্বীকার –
কোন্ তীব্র বাসনাকে খোঁজ করে?
কোন্ চেতনার গোকুল গন্ধে তীব্র সময়
জন্ম দিয়েছিল দেবতার!
দেবদেবীর ঠোঁটে ক্যানো জ্বলজ্বল করছিল
বার্নিশের তীব্র রং?
আমাকে শান্ত করে দেবে বলে?
ক্ষয়মান পরিবেশে আমরা সবাই
চঞ্চল বলেই কি, জোর করে
চেষ্টা করছি একটু বেশী শ্বাস নেওয়ার।
ওহে দ্বন্দ্ব, যুদ্ধ, ত্যারচা তরবারি
তোমরা জান কি
গভীর ঘুমে ক্যামন করে বেড়ে চলেছে মহাকাল!

http://calcuttans.com/palki